মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়ন।	পূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়নের কাজটি ম্যানুয়াল ও গতানুগতিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ করা হতো। তখন সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক বা তার প্রতিনিধি বোর্ডে এসে ফরম সংগ্রহ করত। উক্ত ফরম পূরণ করে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে হিসাব (জমা) শাখায় ফরম জমা দিত। জমা শাখা কর্তৃক প্রাপ্ত আবেদনসমূহ রেজিস্টারের মাধ্যমে বিদ্যালয় শাখাকে প্রদান করা হত। বিদ্যালয় শাখা স্কুলটি পরিদর্শন করে পরিদর্শনের রিপোর্ট ও প্রাপ্ত কাগজপত্রের আলোকে যাচাই-বাছাই করে ফাইলের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং পত্র মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট স্কুলকে জানিয়ে দেয়া হত। এতে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগত। বর্তমানে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে ঐ মাসে স্বীকৃতি নবায়নের মেয়াদ শেষ হওয়া স্কুলগুলিকে আবেদন করার তাগিদ দিয়ে এসএমএস প্রেরণ করা হয়। মাসের ১০ তারিখের মধ্যে উক্ত স্কুলগুলি নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক বোর্ডের ওয়েবসাইটে যুক্ত মডিউলে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করবে। আবেদন করার সাথে সাথে সেবাগ্রহিতার মোবাইল ফোনে একটি নিশ্চায়ন এসএমএস যাবে। বিদ্যালয় শাখা আবেদপত্রের সাথে স্ক্যান করা দলিল-পত্রাদি মুদ্রণ করে প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং অনলাইনে যাচাইবাছাইপূর্বক নথির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মাসের ১৮ তারিখের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। মাসের ১৯ তারিখে অনলাইনে আদেশ জারি এবং তা সেবাগ্রহিতাকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://onlineschoolform.comillaboard.gov.bd	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
২.	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ছাড়পত্র (কিউটিসি)	পূর্বের পদ্ধতিতে প্রার্থীকে স্বশরীরে বোর্ডে এসে বা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফরম ডাউনলোড করে তা পূরণ করতে হতো। যে বিদ্যালয় টিসি প্রদান করবে এবং যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে উভয় প্রতিষ্ঠানে সশরীরে গিয়ে সেই ফরমে প্রধান শিক্ষকদ্বয়ের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হতো। এরপর পূরণকৃত ফরমের সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করে ব্যাংকে গিয়ে ফি জমা দিয়ে আবেদনপত্র বোর্ডের হিসাব শাখায় দাখিল করতে হতো। হিসাব শাখা থেকে ফি এর বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তা বিদ্যালয় শাখায় প্রেরণ করা হতো। এ শাখার আবেদন যাচাই বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপন করা হতো। পরবর্তীতে ফাইলটি উপবিদ্যালয় পরিদর্শক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের পর বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে শাখায় ফিরে আসে। এরপর শাখায় খসড়াপত্র টাইপ করে উপবিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদিত হতো এবং খসড়া অনুমোদনের পর তা আবার শাখায় ফেরত যেত এবং এ পর্যায়ে চিঠি চূড়ান্ত করে বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক তা স্বাক্ষরিত হতো এবং রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করে ডাকের মাধ্যমে তা সেবা গ্রহীতাকে প্রেরণ করা হতো। বর্তমানে আবেদনকারী শিক্ষার্থী বোর্ডের ওয়েবসাইটের দেয় লিঙ্কে প্রবেশ করে আবেদন ফরমপূরণপূর্বক পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বিদ্যালয় দেখতে পাবে। বর্তমান বিদ্যালয় অনুমোদন করলে ভর্তি ইচ্ছুক বিদ্যালয়ের ড্যাশবোর্ডে যাবে। ভর্তি ইচ্ছুক বিদ্যালয় অনুমোদন দিলে বোর্ডের এডমিন প্যানেলে চলে আসবে। বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে ই-নথির মাধ্যমে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের পর পত্র জারি করা হবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://onlineschooltc.comillaboard.gov.bd/	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৩.	রেজিস্ট্রেশন কার্ডে আক্ষরিক সংশোধন।	পূর্বে অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদনকারীকে তার আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের সুপারিশ নিয়ে ব্যাংকে ফি জমাদানপূর্বক রসিদসহ বোর্ডে এসে সংশ্লিষ্ট অফিসারের স্বাক্ষর নিয়ে রেজিস্ট্রেশন কার্ডসহ আবেদন হিসাব শাখায় দাখিল করতে হতো। কিছু আবেদন জমা হলে তা বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন শাখায় প্রেরণ করা হতো। সেখান থেকে নথিতে সংশোধনের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হতো। এ নথি উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন হতো। অনুমোদনের পর নথি শাখায় ফিরে যেতো। শাখায় কার্ড হাতে কেটে সংশোধন করা হতো এবং উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন কার্ডে চুড়ান্ত স্বাক্ষরের পর তা শাখায় ফেরত যেতো। সেবা গ্রহীতা পরবর্তীতে শাখা থেকে সংশোধিত কার্ড সংগ্রহ করতো। পরবর্তীতে ফ্রেশ কপির জন্য বোর্ডে এসে ফরম নিয়ে পূরণ করে ব্যাংকে ফি জমা প্রদান করে আবেদন বোর্ডে দাখিল করতে হতো। শাখা থেকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তা উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক,বিদ্যালয় পরিদর্শক হয়ে কম্পিউটার শাখায় যেত এবং সেখানে নতুন কার্ড প্রিন্ট করে শাখায় সরবরাহ করা হতো এবং শাখা থেকে সেবা গ্রহণকারী ফ্রেশ কপি সংগ্রহ করতো। বর্তমানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বোর্ডের নির্দিস্ট লিঙ্কে ক্লিক করে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি জমা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসহ আক্ষরিক সংশোধন ও ফ্রেশ কপির জন্য আবেদন করবেন। নীতিমালা অনুযায়ী সংশোধনযোগ্য হলে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্মকর্তা তা অনুমোদন করলে প্রধান শিক্ষক মেসেজ পাবেন এবং পুরাতন রেজিস্ট্রেশন কার্ড জমা প্রদানপূর্বক নতুন রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করবেন।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://regicorr.comillaboard.gov.bd/	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৪.	সনদের আক্ষরিক সংশোধন।	পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট বা অন্যান্য ডকুমেন্টস এর সঙ্গে প্রবেশপত্র, রেজিকার্ড, নম্বরফর্দ বা সনদের নামের আক্ষরিক গড়মিল হলে সংশোধনের জন্য আবেদনকারীকে স্বশরীরে শিক্ষাবোর্ডে এসে বা বোর্ডের ওয়েবসাইট হতে আক্ষরিক সংশোধনের আবেদন ফরম ডাউনলোড করে তা পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে আক্ষরিক সংশোধনের সম্মতির জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বা সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শাখার কর্মকর্তা বা অনুমতি সংগ্রহ করে সোনালী ব্যাংকের পে- স্লিপ সংগ্রহ অথবা যে কোন পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে ফি পরিশোধ করে কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হত। শাখা থেকে ফাইলে উত্থাপন ও অনুমোদনের পর মূল ডকুমেন্টসগুলো হাতে সংশোধন করে রেকর্ড খাতায় অন্তর্ভুক্তির পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসগুলোর সংশোধিত স্থানে স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়ে শাখায় ফেরত পাঠানো হত। আবেদনকারী শাখা হতে সংশোধিত ডকুমেস্টসগুলো সংগ্রহ করে তার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ফ্রেস কপির জন্য আবেদন করতে হতো। ৭টি ধাপ সম্পন্ন করার পর আবেদনকারী তাঁর ফ্রেশ ডকুমেন্টস হাতে পেতো। বর্তমানে আবেদনকারী শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে অভ্যন্তরীন -ই সেবার নির্ধারিত লিঙ্কের মাধ্যমে আবেদন করবেন। আবেদন ফরমপূরণ পূর্বক পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক আবেদন সাবমিট করবেন। আবেদন করার সাথে সাথে সেবা গ্রহিতার মোবাইল ফোনে একটি নিশ্চায়ন এসএমএস যাবে। প্রাপ্ত আবেদনটি অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক অনলাইনে যাচাই-বাছাই পূর্বক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন হয়ে পত্র জারির সাথে সাথে সেবা গ্রহিতাকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। আবেদন অনুমোদন হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী অনলাইনে ফ্রেস ডকুমেন্টস উত্তোলনের আবেদন করবেন। ফ্রেস ডকুমেন্টস প্রস্তুত হলে আবেদনকারীকে তা গ্রহণ করার জন্য বোর্ডে হতে এসএমএস প্রেরণ করা হবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://nameletter.comillaboard.gov.bd/	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৫.	বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজীকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা এর অধিভুক্তি বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং/ এডহক/ নির্বাহী/ সংস্থা পরিচালিত ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতিটি দীর্ঘমেয়াদী, সনাতন, জটিল ও ব্যয়বহুল। বর্তমানে কোন বিদ্যালয়ের কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তত ৮০দিন পূর্বে নির্বাচনের কার্যক্রম করতে হয়। নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে নির্বাচন সম্পন্ন হবার অনধিক ০৭দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচনের জন্য উক্তরূপ নির্বাচিত সদস্যগণের একটি সভা আহ্বান করেন। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার অনধিক ০৩দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা এবং সদস্য নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফল বিবরণীর একটি কপি ও সভাপতির নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি এবং নির্ধারিত ফিসহ কমিটি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করেন এবং বোর্ড সংযুক্ত কাগজপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কয়েকটি ধাপ অনুসরণপূর্বক এটি প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করে। এতে বিদ্যালয় এবং বোর্ডের অনেক সময় ও অর্থের অপচয় হয়ে থাকে। প্রবিধানমালা ২০০৯ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণ করে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন সম্পন্নপূর্বক সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি প্রদান করে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রসহ অনলাইনে আবেদন করবে। সেবা গ্রহণকারীর মোবাইলে এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে আবেদন প্রাপ্তি নিশ্চায়ন। বিদ্যালয় শাখা প্রাপ্ত আবেদন ও সংযুক্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে কমিটি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও অনলাইনে আদেশ জারি করবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://mca.cumillaboard.com/	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৬.	কলেজ এর গভর্নিং বডি অনুমোদন।	কলেজ অধ্যক্ষ বা তাঁর প্রতিনিধি শিক্ষাবোর্ডে এসে সভাপতির জীবন বৃত্তান্তের ছক সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক নির্ধারিত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট এবং প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সদস্যদের তালিকা সংযুক্ত করে একটি আবেদন কলেজ পরিদর্শক এর স্বাক্ষর নিয়ে হিসাব জমা শাখায় জমা দিতে হতো। জমা শাখা ফি এর রসিদ প্রদানপূর্বক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে আবেদনটি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হলে শাখা কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপন করা হতো। পরবর্তীতে ফাইলটি শাখা থেকে পর্যায়ক্রমে উপ-কলেজ পরিদর্শক, কলেজ পরিদর্শক হয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের পর একইভাবে সেকশনে ফাইল ফেরৎ আসত। তারপর খসড়া পত্র টাইপ করে প্রথমবার খসড়া অনুমোদনের জন্য ফাইলের মাধ্যমে উপরের দিকে পাঠানো হতো। খসড়া ঠিক হলে চূড়ান্ত চিঠি অনুমোদনের জন্য পুনরায় ফাইলের মাধ্যমে কার্যক্রম নিষ্পন্ন করে কমিটির কপি ডাকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ বোর্ডে এসে চিঠির কপি গ্রহণ করতেন। বর্তমানে কলেজের কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটে যুক্ত কলেজ কর্ণারে দেয়া লিঙ্কের মাধ্যমে (https://gca.comillaboard.gov.bd/) EIIN ও Password দিয়ে প্রবেশ করে কমিটির ধরন থেকে চাহিদা অনুযায়ী কমিটিতে ক্লিক করবে। আবেদন ফরম পূরণ করার পর সর্বনিম্নে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক আবেদন submit করবে। আবেদন করার সাথে সাথে সেবাগ্রহিতার মোবাইল ফোনে একটি নিশ্চায়ন এসএমএস যাবে। কলেজ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি সরাসরি কলেজ পরিদর্শকের ই নথির ডাক এ চলে আসবে। প্রাপ্ত ডাকটি অনুমোদনক্রমে শাখা কর্তৃক অনলাইনে যাচাই-বাছাইপূর্বক ই-নথিতে উপস্থাপন করা হলে চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন হয়ে পত্র জারির সাথে সাথে কলেজ প্রদত্ত ই-মেইলে পত্র চলে যাবে এবং সেবাগ্রহিতাকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://gca.comillaboard.gov.bd/	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপুর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৭.	কলেজের ভর্তি বাতিল ও টিসি	বোর্ডের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে যে কলেজ হতে টিসি নিতে ইচ্ছুক এবং যে কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক উভয় প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত ব্যাংক ড্রাফটসহ বোর্ডে জমা দিতে হতো। বোর্ড একটি কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক চিঠির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দিত। বর্তমানে আবেদনকারী শিক্ষার্থী বোর্ডের ওয়েবসাইটের দেয় লিঙ্কে প্রবেশ করে আবেদন ফরমপূরণপূর্বক পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান কলেজ দেখতে পাবে। বর্তমান কলেজ অনুমোদন করলে ভর্তি ইচ্ছুক কলেজের ড্যাশবোর্ডে যাবে। ভর্তি ইচ্ছুক কলেজ অনুমোদন দিলে বোর্ডের এডমিন প্যানেলে চলে আসবে। কলেজ পরিদর্শক হয়ে ই-নথির মাধ্যমে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের পর পত্র জারি করা হবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://onlinetc.comillaboard.gov.bd/	
৮.	নাম ও বয়স সংশোধন	পূর্বেঃ • বোর্ডে এসে ফি সহ আবেদনপত্র জমাদান। • নথি বা নাম ও বয়স সংশোধন কমিটির সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে নাম ও বয়স সংশোধনের আদেশ জারি। • নাম ও বয়স সংশোধনের আদেশ ডাকযোগে প্রেরণ। • সংশোধিত কাগজপত্রের জন্য ফিসহ আবেদন জমা দান। • সংশোধিত কাগজপত্র প্রাপ্তি/ উত্তোলন। • অনলাইন তথ্য সংশোধনের জন্য আবেদন জমা। • অনলাইন তথ্য সংশোধন।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://nameage.comillaboard.gov.bd/	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিষয়: ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ডিজিটাইজড/সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		বর্তমানঃ ● অনলাইনে ফিসহ আবেদনপত্র জমাদান। ● নথি বা নাম ও বয়স সংশোধন কমিটির সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে নাম ও বয়স সংশোধনের আদেশ জারি। ● নাম ও বয়স সংশোধনের আদেশ ওয়েবসাইটে প্রেরণ। ● সংশোধিত কাগজপত্রের জন্য ফিসহ অনলাইনে ফিসহ আবেদন জমাদান। ● সকল ডকুমেন্ট, বোর্ডের ডাটাবেজ ও অনলাইনে তথ্য সংশোধন । ● ডকুমেন্ট সংশোধনের পর এসএমএস এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে জানানো এবং পূর্বতন ডকুমেন্ট জমা রেখে সংশোধিত মূল ডকুমেন্ট প্রদান।				

১৩/১০/২২

১৩/১০/২০২২
(প্রফেসর মো. জামাল নাছের)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড
কুমিল্লা